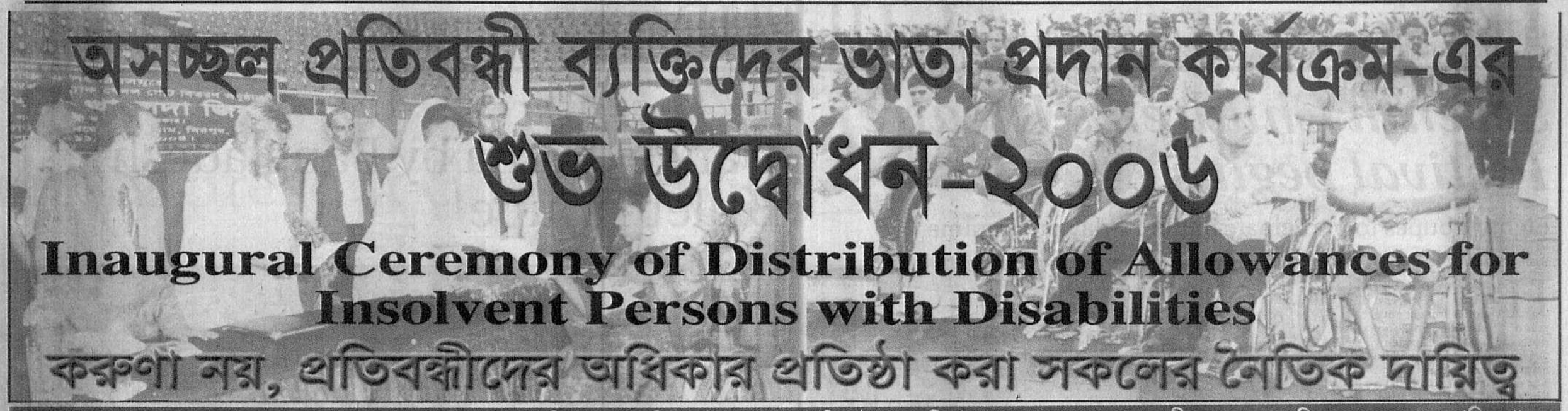

অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম-এর শুভ উদ্বোধন-২০০৬

Inaugural Ceremony of Distribution of Allowances for Insolvent Persons with Disabilities

করুণা নয়, প্রতিবন্ধীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সকলের নৈতিক দায়িত্ব

সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনায় : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদফতর ❑ বিশেষ ক্রোড়পত্র ❑ ডিজাইন ও পরিকল্পনায় : মোঃ শাহজাহান কবীর ❑ আলোকচিত্রে : মোঃ নূরুল আমিন খান

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩
১৩ জুন ২০০৬

বাণী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশে প্রথমবারের মতো অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রবর্তন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

প্রতিবন্ধীরা আমাদের মূল জনগোষ্ঠীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের কল্যাণ ও উন্নয়নে কাজ করা আমাদের সামাজিক ও নাগরিক দায়িত্ব। বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ, অংশগ্রহণ ও সমঅধিকার প্রদানে বিশ্বাসী। ১৯৯৫ সালে প্রণীত প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালাসহ ২০০৬ সালে প্রণীত জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও স্বার্থ সংরক্ষণে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রবর্তন বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সরকারের সহমর্মিতা প্রকাশের পাশাপাশি তাদের অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক অঙ্গীকার দৃঢ়তর হবে বলে আমার বিশ্বাস। সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও উন্নয়নে এগিয়ে আসবেন- এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমি প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

(ব্যারিস্টার মুহম্মদ জমিরউদ্দিন সরকার)
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি।

অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

১৩ জুন ২০০৬

বাণী

আজ দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হচ্ছে জেনে আমি আন্তরিকভাবে খুশি হয়েছি।

সম্প্রতি দেশের দারিদ্র্য হ্রাস, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার সফলতার পরিচয় দিয়েছে। ব্যাপক ভিত্তিতে বয়স্ক ভাতা প্রবর্তনের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বস্তবায়নে সরকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রবর্তন দেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ইতিহাসে সংযোজন করতে যাচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ কর্মসূচি বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য নিরসন, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাদেরকে স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে।

সরকার প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত এবং সৃজনশীল কর্মকান্ডে যোগ্য অংশীদার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে গ্রহণ করছে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জনগণের সহযোগিতার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার সমর্থন ও সমন্বিত প্রয়াস আবশ্যক। প্রতিবন্ধিতাজনিত সমস্যা কোন একক মন্ত্রণালয় কিংবা অধিদফতরের সমস্যা হিসেবে ভাবার কোন অবকাশ নেই। এ সমস্যা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন জাতীয় পর্যায়ের সঠিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং সমাজের সকলের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সফল বাস্তবায়ন।

প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলে স্ব স্ব অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখবেন- এটাই প্রত্যাশা করি।

আমি এ কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(এম. সাইফুর রহমান)

জাতীয় প্রতিবন্ধী বিষয়ক মেলায় বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশুদের নৃত্যানুষ্ঠান

অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কর্মসূচী

হাফিজুল ইসলাম মিয়া
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর

১. বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণ তার সকল শ্রেণীর নাগরিকদের সুষম উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর এক বিপুল সংখ্যক লোক প্রতিবন্ধী। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫, ১৭, ২০ এবং ২৯ অনুচ্ছেদে অন্যান্য নাগরিকদের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম সুযোগ ও অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতাহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ পরিস্থিতিজনিত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইনের তফসিলের 'ঝ' অংশে সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত অধ্যায়ে বেকার অসহায় ও বৃদ্ধ প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ভাতা প্রবর্তনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সরকার বিশ্বাস করে এ ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কল্যাণ এবং উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় ও সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ বিষয়টি বাংলাদেশে নীতি নির্ধারক, সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়সহ সকল ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রম সাম্প্রতিককালে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অক্ষম, দুঃস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা শীর্ষক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম।

২. অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম সরকারের একটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী প্রবর্তন করা আবশ্যকীয় দায়িত্ব। বর্তমান সরকারই সর্বপ্রথম এ বিষয়ে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসে। বর্তমান সরকারের আমলে অর্থাৎ ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে দেশে সর্বপ্রথম অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, যা বর্তমান সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর ক্ষেত্রে এক বড় সাফল্য হিসেবে গণ্য করা যায়।

২.১. ভাতা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

ক. অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন
খ. দুঃস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় আনয়ন
গ. সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাছাইকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মাসিক ভাতা প্রদান
ঘ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি প্রদত্ত সাংবিধানিক ও আইনগত প্রতিশ্রুতিপূরণ
ঙ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয় জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তকরণ।

২.২. ভাতা কার্যক্রমের আওতা ঃ

দেশের সকল উপজেলা এবং শহর এলাকার পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকায় বসবাসকারী অচল, অক্ষম ও দুঃস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ ভাতা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হবেন।

২.৩ ভাতা প্রাপকদের যোগ্যতা ও শর্তাবলী ঃ

ক. বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে
খ. মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৬,০০০ (ছয় হাজার) টাকার উর্ধ্বে নয় এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ
গ. ভাতা প্রাপককে অবশ্যই দুঃস্থ প্রতিবন্ধী হতে হবে
ঘ. সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে
ঙ. ৩০ বা তদুর্ধ বয়সী হতে হবে
চ. বাছাই কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে।
ছ. ছাত্রের ক্ষেত্রে বয়সের শিথিলতা

২.৪ ভাতার পরিমাণ ও বরাদ্দ ঃ

এ কার্যক্রমের আওতায় নির্বাচিত অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ মাসিক ২০০/- টাকা হারে ভাতা লাভ করার সুযোগ পাচ্ছেন। দেশে এ কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ১ লাখ ৪ হাজার অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ভাতা পাচ্ছেন এবং এ জন্য সরকার ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

২.৫ ভাতা পরিশোধ পদ্ধতি ঃ

কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত ভাতাভোগীগণ পেনশনারদের ন্যায় ভাতা পরিশোধ পাশ বইয়ের মাধ্যমে সিডিউল ব্যাংক হতে ভাতা গ্রহণ করবেন।

২.৬ ভাতা কার্যক্রমের প্রভাব ঃ

বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ৪টি দিক রয়েছে বলে আমি মনে করি, যথা ঃ

ক. অসহায়, অসচ্ছল ও অক্ষম প্রতিবন্ধীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান
খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মর্যাদা প্রদান
গ. করদাতাদের দেয় কর সর্বোত্তম সামাজিক কাজে ব্যবহার
ঘ. জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের ভাবমূর্তি সমুজ্জ্বলকরণ।

এ কার্যক্রম শুরু মাত্র। আশা করা যায়, উপযুক্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে আগামীতে এ কার্যক্রম আরও সুসংহত এবং সুবিন্যস্ত করার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সরকার ইতিমধ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। স্থানীয় প্রশাসনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি সরকারের একটি মহৎ পদক্ষেপ। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব পেয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তথা সমাজসেবা অধিদফতর গর্বিত।

৩. সরকার কর্তৃক প্রতিবন্ধী বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী ঃ

বর্তমান মেয়াদে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রমকে জোরদারকরণের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রম ঘোষণা করা হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজভিত্তিক পুনর্বাসনের জন্য দেশে সর্বপ্রথম প্রতিবন্ধীদের বিশেষ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম হিসেবে "এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম" প্রবর্তন করা হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী প্রদর্শন ও প্রচারের জন্য চালু করা হয় প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জাতীয় মেলা। ৫ কোটি ৮৪ লাখ টাকা ব্যয়ে টঙ্গীস্থ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিল্প উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় একটি মিনারেল/ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্ট স্থাপন করা হয়। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ৫টি সরকারি অন্ধ বিদ্যালয় এবং ৭টি মুক ও বধির বিদ্যালয়কে প্রাথমিক স্তর হতে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে উন্নীত করা হয়। বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় কুমিল্লা এবং ঝিনাইদহে জাতীয় অন্ধ কল্যাণ সমিতির ভবন নির্মাণে সহযোগিতা করা হয়। ব্যাংকসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়। এতিম ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ৬টি বিভাগে ৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ বর্তমান সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। এতিম ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সরকারি চাকরিতে ১০% কোটা সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বিসিএস ক্যাডারসহ সকল ১ম শ্রেণীর সরকারি চাকরিতে ১% কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি যুগান্তকারী ঘটনা এবং তাদেরকে মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের একটি আন্তরিক পদক্ষেপ।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সংগঠনের সমূহের মাঝে অনুদানের চেক, হুইল চেয়ার ও ঋণ বিতরণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, পাশে মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ

৪. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত প্রতিবন্ধী বিষয়ক অন্যান্য চলমান কার্যক্রম ঃ

৪.১ সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম ঃ

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার জন্য সমাজসেবা অধিদফতর দৃষ্টি সম্পন্ন শিশুদের সাথে একই পরিবেশ ও একই বিদ্যালয়ে ৬৪টি জেলায় ৬৪টি সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাছাড়া দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথকভাবে সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় ৫টি অন্ধ বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে।

৪.২ সরকারী মুক ও বধির বিদ্যালয় ঃ মুক ও বধির ব্যক্তিদের জন্য ৭টি পৃথক বধির বিদ্যালয় রয়েছে। এ সকল অন্ধ ও মুক-বধির বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিশুগণ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করছে।

৪.৩. শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ই.আর.সি.পি.এইচ) ঃ

এ কেন্দ্রে প্রতিবন্ধীগণ মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, দর্জি বিজ্ঞান, কাঠের কাজ, হাঁস-মুরগির খামার, নার্সারী/বাঁশ বেতের কাজে ৬ মাস ও ১ বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন কলকারখানায় চাকরি লাভের সুযোগ পেয়ে থাকে। তাছাড়া ই.আর.সি.পি.এইচ-এর আওতায় একটি ট্রাস্টি বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে মৈত্রী শিল্প নামে একটি প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী উৎপাদন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠান হতেই পূর্বোক্ত মুক্তা নামে মিনারেল/ড্রিংকিং ওয়াটার বাজারজাত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য অত্যাধুনিক কম্পিউটারাইজড ব্রেইল প্রেস, প্রতিবন্ধীদের কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে।

৪.৪ মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রতিষ্ঠান ঃ

চট্টগ্রামের রউফবাদে মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে মোট ১০০ জন মানসিক প্রতিবন্ধীর রক্ষণাবেক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানসিক প্রতিবন্ধীগণ দৈনন্দিন কার্যক্রমের উপযোগী হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

৬.৫ প্লেসমেন্ট সার্ভিস ঃ

সকল কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, চাকরির ব্যবস্থা, লবিং এবং চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

৬.৬ এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং দগ্ধজনিত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম ঃ

সরকার অতি সম্প্রতি সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় সর্বপ্রথম প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারি পর্যায়ে সমাজভিত্তিক এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং দগ্ধজনিত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম নামে ২টি কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীগণ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করে সমাজে নিজেদেরকে মর্যাদাশীল করে গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে।

৬.৭. দগ্ধজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে আর্থিক সহায়তা প্রকল্পঃ

বিভিন্নভাবে দগ্ধতার কারণে দেশের বিপুল সংখ্যক লোক প্রতি বছর দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দগ্ধজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য সরকার ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে "দগ্ধজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে আর্থিক সহায়তা প্রকল্প" নামে বর্তমান সরকার একটি নতুন কার্যক্রম চালু করেছে।

৬.৯. জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম ঃ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শ্রবণ ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিদ্যালয়, রিসোর্স সেন্টার পরিচালনার জন্য ঢাকার মিরপুরে একটি জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত এ শিক্ষা কেন্দ্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত। এ কেন্দ্রটি ইতিমধ্যে প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

৬.১০. জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ঃ

দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে সার্বিক জনগোষ্ঠীর মূল স্রোতধারার সাথে একীভূত করার লক্ষ্যে তাদের কল্যাণ ও উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নিমিত্তে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় The Societies Registration Act. ১৮৬০-এর আওতায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। এ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আয়বর্ধক, সহায়ক উপকরণ, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও পুনর্বাসন খাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও ঋণ বিতরণ করা হয়।

৬.১১. সহযোগী কার্যক্রম ঃ

হেলেন কিলার ইন্টারন্যাশনাল সমাজসেবা অধিদফতরের সাথে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এ স্মারকের মাধ্যমে সংস্থাটি অন্ধদের জন্য পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে বিনামূল্যে ব্রেইল পুস্তক, ব্রেল লেখ্য সামগ্রী, ডিসপ্লে বোর্ড, অংক উপকরণ এবং সাদাছড়ি সরবরাহে সম্মত হয়েছে।

৬.১২. প্রতিবন্ধী সহায়ক আইনগত কার্যক্রম ঃ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় প্রতিবন্ধী বিষয়ক নীতি, প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী নাগরিকদের অধিকার, স্বার্থ, উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণের বিধান সংরক্ষিত হয়েছে। এর সুফল বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী নাগরিকগণ ইতিমধ্যে ভোগ করতে শুরু করেছে।

৭. প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক ওয়াদা পূরণ ঃ

ESCAP ঘোষিত ১২টি এজেন্ডা যথা-National Co-ordination; Legislation; Information; Public awareness; Accessibility and Communication; Education; Training and Employment; Prevention of causes of disabilities; Rehabilitation services; Assistive devices; Self-help Organisation; Regional Co-operation এর প্রতি বাংলাদেশ অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং এ এজেন্ডা পূরণের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তথা সমাজসেবা অধিদফতরের ভূমিকা অত্যন্ত দৃঢ়। এ এজেন্ডাসমূহ সামনে রেখে সমাজসেবা অধিদফতর প্রতিবন্ধীদের জন্য তার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৮. শেষ কথা ঃ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী বিষয়ক সমস্যাকে তুলে ধরলেও এ সমস্যাগুলো সমাধানের দায়িত্ব সহযোগী মন্ত্রনালয়সমূহের। এক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু বিষয়ক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্থাপন, যুব ও ক্রীড়া, স্বরাষ্ট্র, তথ্য, কৃষি, বাণিজ্য ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অগ্রগণ্য বলে আমি মনে করি। এক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের ভূমিকাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তারা নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সৃষ্টি করতে পারে কর্মসংস্থান, এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে রাখতে পারে অনন্য অবদান। সম্প্রতি সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এ ধরণের কাজ করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ধরণের যৌথ প্রয়াস আগামী দিনে নিঃসন্দেহে উন্মোচিত করবে সমৃদ্ধির নতুন দিগন্ত।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩
১৩ জুন ২০০৬

বাণী

বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য আজ একটি স্মরণীয় দিন। আজ থেকে চালু হতে যাচ্ছে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভাতা প্রদানের নতুন এক কর্মসূচি।

বর্তমান জোট সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ, স্বার্থরক্ষা ও উন্নয়নে সর্বদা সচেষ্ট। আর এজন্য আমরা বাস্তবায়ন করে চলেছি বিভিন্ন কর্মসূচি। গত মেয়াদে ১৯৯৫ সালে আমরা প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। তাদের স্বার্থ সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দিয়ে এবার গ্রহণ করেছি জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ইতিমধ্যে আমরা সরকারি চাকুরিতে কোটা নির্ধারণ, কর্মসংস্থান, সহজশর্তে ঋণ প্রদান, ভ্রমণে আলাদা টিকেট কাউন্টার ও আসন রিজার্ভসহ বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য দাতব্যের পরিবর্তে উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির সাথে সংযোজন করেছি সমাজভিত্তিক নতুন কর্মসূচি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সরকার আন্তরিক।

অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতার প্রবর্তন নতুন এক অনন্য সংযোজন। এ পদক্ষেপের ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকার প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিশ্রুতি পূরণ হলো। এই কর্মসূচি অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের জীবনে কল্যাণ বয়ে আনবে, বৃদ্ধি করবে তাদের সামাজিক মর্যাদা।

আমি এ কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

খালেদা জিয়া

মন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আজ বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের জন্য একটি বিশেষ দিন। বর্তমান জোট সরকার দেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম চালু করছে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা। এ ভাতা প্রদানের দায়িত্ব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত হওয়ায় আমরা গর্বিত।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচি পরিচালনার ক্ষেত্রে পথিকৃত হিসেবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের রয়েছে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার বিস্তৃত অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ কর্মকৌশল। জোট সরকারের আমলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের যুগান্তকারী পদক্ষেপ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার জন্য ঘোষিত ৯ দফা স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রম, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রবর্তিত এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্র